



## সড়ক দুর্ঘটনায় চাই গতি নিয়ন্ত্রণ

তরিকুল ইসলাম



সাবাদেশে পাড়ক পুর্যটিশা মহামারি কপ নিরেছে: কলা চলে এটি একটি জাতীর পুর্বোগ। মানুধ মাঙা বাজে কেবল তা নর পুর্যটানাজক পরিবার কলোকেও চলে শোকের মাত্রম। কলে মারিকে বাককেছ হয় ভাষা। প্রতিনিয়ক

সঞ্জুক দুখলনার বাহার বাহন বহু নানুবা নাহত বছল হাজারে হাজার। মহাসহতে প্রথমটিব যালবাৰল নিছিছ করা বরেছে। মহাসহতে প্রথমটোবা হারেছে। মহাসহতে প্রথমটোবা হারেছে। মহাসহতে প্রথমটোবা হারেছে। মহাসহতে করা কোনোতারেই সভ্জুক কুর্মটানা বারেছে। করা আর পাত বছ বছেলি সভ্জুক কুর্মটানা। করাবাজারের চকরিরা উপজেলার মালুবাটা এবাহারের কালারের সময় শিক্ষাপ জানাকালার বাহলারের সময় শিক্ষাপ জানাকালার বাহলারের সময় শিক্ষাপ জানাকালার বাহলারের সময় শিক্ষাপ জানাকালার বাহলারের স্থামটানার বাহলারের স্থামটানার বাহলারের স্থামটানার বাহলারের স্থামটানার বাহলারের স্থামটানার বাহলারের স্থামটানার বাহলার সভ্জুক স্থামটানার বাহলারের স্থামটানার বাহলার ব



দেশের প্রায় ৪০ শতাংশ চালকের বৈধ দ্রাইভিং লাইসেল নেই। আবার বৈধ সাইসেল নিয়ে গাড়ি চালাচ্ছেন এমন চালকের ৩১ শতাংশ কোনো অনুমৌদিত ইনস্টিটিউট থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেনি। ফলে চালকদের বেশির ভাগই ট্রাফিক আইন ভালো জানে না। আবার লাইসেপহীন অদক্ষ চালকের হাতে, এমনকি অপ্রাপ্তবন্তক চালকের হাতেও গাড়ির চাবি তুলে দেওয়া হয়।

যায়। সক্তুক পুর্যটনায় মূলবান প্রাথহাদিকে ৩বু চালক প্লাত-নিন গাড়ি চালান। সভাধিক ক্লান্তি এবং দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দেওয়াব কোনো কারণও নেই। গাড়ি চালাতে চালাতে ঘুমিয়ে যাওয়ার কারণেও অনেক দুর্ঘটনাই চালকের ভূলে হটে থাকে। অনেক অনেক দুর্ঘটনা হটে। আবার প্রতিযোগিতা করে



## সডক দুর্ঘটনায় চাই গতি নিয়ন্ত্রণ-তরিকুল ইসলাম

- 1. আপডেট টাইম : সোমবার, ১৪ ফেবুরুয়ারী, ২০২২, ০১:১৬ অপরাহ্ন
- 2. ৯৬ বার পঠিত



## তরিকুল ইসলাম

সারাদেশে সড়ক দুর্ঘটনা মহামারী রূপ নিয়েছে। বলা চলে এটি একটি জাতীয় দুর্যোগ। মানুষ মারা যাচ্ছে কেবল তা নয় দুর্ঘটনাগ্রস্ত পরিবারগুলোতেও চলে শোকের মাতম। স্বজন হারিয়ে বাকরুদ্ধ হয় তারা। প্রতিনিয়ত সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যাচ্ছে বহু মানুষ। আহত হচ্ছে হাজারে হাজার।

মহাসডকে শ্লথগতির যানবাহন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ডিভাইডার বসানো হয়েছে। মহাসডকের অনেক বাঁক সোজা করা হয়েছে কিন্তু কোনোভাবেই সডক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। নতুন আইনও হয়েছে। কিন্তু তার পরও বন্ধ হয়নি সডক দুর্ঘটনা। কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার মালুমঘাট এলাকায় গত ৮ ফেবরুয়ারি রাস্তা পারাপারের সময় পিকআপ ভ্যানচাপায় একই পরিবারের পাঁচ জন নিহত হয়েছেন। স্থানীয়রা বলছে. পিকআপ ভ্যানের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় এই দর্ঘটিনার নানা ব্যবস্থা নেওয়ার পরও সডক দুর্ঘটনা প্রতিদিনই ঘটছে দেশজ্রডে। আমাদের দেশে চালকদের বড সীমাবদ্ধতা হচ্ছে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকা। তাঁদের অনেকেই আধুনিক সড়ক নির্দেশনা বুঝতে অক্ষম। ফলে অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটে যায়। দেশের সড়ক-মহাসড়কে এমন অনেক দুর্ঘটনা ঘটে, যেগুলোকে দুর্ঘটনা না বলে হত্যাকান্ডও বলা যায়। সড়ক দুর্ঘটনায় মূল্যবান প্রাণহানিকে শুধু দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দেওয়ার কোনো কারণও নেই। অনেক দুর্ঘটনাই চালকের ভূলে ঘটে থাকে। অনেক চালক রাত-দিন গাড়ি চালান। অত্যধিক ক্লান্তি এবং গাড়ি চালাতে চালাতে ঘুমিয়ে যাওয়ার কারণেও অনেক দুর্ঘটনা ঘটে। আবার প্রতিযোগিতা করে গাড়ি চালানো, গাড়ি চালাতে চালাতে মোবাইল ফোনে কথা বলাসহ বহু অনিয়ম ঘটে রাস্তায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সঠিক গতিতে যানবাহন চলাচল না করাও সডক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। মহাসড়কে পথচারীর মৃত্যুর ঘটনা সবচেয়ে বেশি। এআরআইয়ের এক গবেষণা তথ্য বলছে, সব ধরনের সড়ক দুর্ঘটনার ৮৪ শতাংশ ঘটে অতিরিক্ত গতির কারণে। সোজা পথে দুর্ঘটনা ঘটে ৬৭ শতাংশ, বাকিটা সড়কের বাঁকে। সোজা পথে যানের গতিও থাকে বৈশি। ওই গবেষণায় দেখা যায়, ৩০ কিলোমিটার গতির একটি যান যদি কোনো মানুষকে ধাক্কা দেয় তাহলে তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা থাকে ৯৫ শতাংশ। এই গতি ৪০ হলে বাঁচার সম্ভাবনা থাকে ৪৫ শতাংশ। আর যানের গতি ৫০ কিলোমিটার হলে ধাক্কা লাগা ব্যক্তির বেঁচে থাকার সম্ভাবনা থাকে মাত্র ৫ শতাংশ। সডক দুর্ঘটনারোধে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ অত্যান্ত জরুরী। কারণ যখন একটি যানবাহন নিয়মের অতিরিক্ত গতিতে চলে তখন সে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভয়াবহ দুঘটনায় কবলে পড়ে। বেপরোয়া গতিই সড়ক দুর্ঘটনার বড় কারণ। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে আইন দ্বারা যানবাহনের গতিসীমা নিয়ন্ত্রণ

সড়ক দুর্ঘটনার কারণগুলো যখন সবার জানা, তখন ব্যবস্থা নিতে দেরি কেন? সঠিক ব্যবস্থা নিলে দুর্ঘটনা কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

## তরিকুল ইসলাম

অ্যাডভোকেসি অফিসার (কমিউনিকেশন) রোড সেইফটি প্রকল্প, স্বাস্থ্য সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

লিংক: https://dailykhaboreralo.com/archives/81646